তুলনামূলক সাহিত্যের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বিশ্লেষণ।

উত্তর: নানা দেশের নানা ভাষার সাহিত্যে মিল ও সম্পর্ক পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ — তুলনামূলক সাহিত্যের বিষয়। মূলত বিংশ শতকের শেষেই তুলনামূলক সাহিত্যের আলোচনা শুরু হয়। সাহিত্য রচনায় প্রভাব ও অনুকরণের প্রসঙ্গ, যুগ ও পর্যায় বিভাগ, প্রকরণ ও আন্দোলনের পরিচয়, থিম ও মোটিফের আলোচনা, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের সম্পর্ক — এই সব কিছুই তুলনামূলক সাহিত্যের বিষয় হতে পারে। যাঁরা তুলনামূলক সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাদের Comparatists বলা হয়। তুলনামূলক সাহিত্য ও তুলনামূলক ভাষার আলোচনা প্রায় একই সময় থেকেই শুরু হয়। তুলনামূলক ভাষাবিদ্যা এবং তুলনামূলক নির্ভর সমালোচনার মতো তুলনামূলক সাহিত্যও তুলনা নির্ভর।

সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের ইতিহাস এবং সাহিত্যের সমালোচনা — এই তিন দিক থেকে একভাবে সাহিত্যবিদ্যা সমৃদ্ধ। অন্যদিক থেকে তুলনামূলক সাহিত্য, লৌকিক সাহিত্য এবং জাতীয় সাহিত্য এই তিনটি বিধিবদ্ধ বিভাজনের উপর নির্ভরকারও সাহিত্যবিদ্যা সমৃদ্ধ। কিন্তু, তুলনামূলক সাহিত্য তুলনামূলক ভাষার অনুগামী হিসেবে সংজ্ঞার্থ নির্ধারিত করা সহজ নয়। 1848-এ ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold) প্রথম ইংরাজিতে "Comparative Literature" বাক্যাংশটি ব্যবহার করেন। ফরাসিরা 1829-এ এই অর্থেই "রিতেরাতুর কঁপারে" প্রয়োগ করেন। তাঁরা উনিশ শতকের সূচনায় ব্যবহৃত তুলনামূলক শারীর সংস্থান বিদ্যার বিবরণ থেকে এই শব্দটি ব্যবহারের হদিশ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলায় "তুলনামূলক সাহিত্য" শব্দটি প্রয়োগ করেন। কিন্তু, এক্ষেত্রে তুলনামূলক শব্দটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত বলা যায় না। কারণ, সব বিষয়ের বিষয়ে তুলনামূলকতার সুযোগ রয়েছে। তা কোনো মতেই বিশেষভাবেই সাহিত্যের সামগ্রী নয়।

তুলনামূলক সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু সমীক্ষার ক্ষেত্র এবং কিছু সমস্যাও রয়েছে। প্রথমত, মৌখিক সাহিত্য বা লোকসাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক সাহিত্যের যোগ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন লোককথা এবং তাদের পরিযায়ী চরিত্র এর আলোচ্য বিষয়। একদিকে লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু, অন্যদিকে সংস্কৃতি বিদ্যাবর্জিত লোকসাহিত্য লোকমনের প্রত্যক্ষ অনুভবের ধারক। তার কারণ লোকসাহিত্যের সঙ্গে সুধী সাহিত্যের যোগ, এ দুয়ের প্রভাব — এ তুলনাকে

অস্বীকার করা যায় না। অনেক সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবেই সামাজিক ও লোকজীবন রচনা থেকে উদ্ভূত। অবশ্য, ভূমিকায় যেসব গাথা-গীতিকা-রূপকথার সঙ্গে আমরা পরিচিত, তা আলোচ্য পরবর্তীকালে এক উচ্চবর্গের মানুষদের হাতে থেকেই পাওয়া গেছে। এজন্য সাহিত্য আলোচনাকে সাহিত্য বিকাশের বিচারে মৌখিক সাহিত্য ও লোকসাহিত্য সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। মৌখিক সাহিত্যের আলোচনা পূর্বে নানাদেশে কিরকম রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তার আলোচনাতেই নিরত ছিলাম। কিন্তু, পরবর্তীকালে লোকসাহিত্যের বিন্যাস সম্পর্কে এবং রচয়িতা ও উপভোক্তার সম্পর্ক সম্পর্কেও সচেতন। মৌখিক সাহিত্যের সমস্যা লিখিত সাহিত্যের সমস্যার সঙ্গে অনেকাংশেই এক এবং মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যের মধ্যে ধারাবাহিকতা কখনই ছিন্ন হয় নি। গ্রীকে ল্যাতিনে ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া-শেলটিতে এই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং লাতিনের দেশগুলির নায় এ দেশগুলিতে অনেক বেশি সচেতনও ছিল। কিন্তু, লোকসাহিত্যকে তুলনামূলক সাহিত্য বলে চিহ্নিত করা যায় না।

তুলনামূলক সাহিত্য প্রধানত: দুই বা ততোধিক সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। ফরাসী দেশ থেকে এই জাতীয় তুলনামূলক রীতির সূচনা হয়েছে। এই জাতীয় আলোচনা কখনো কখনো রূপ বিচারের তুলনা নির্দেশে উদ্যোগী হলেও, কখনো কখনো এর মধ্যে বিশেষ স্বচ্ছতার পরিচয় পাওয়া গেছিল। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড গ্রন্থের প্রভাব, ফ্রান্সে কার্লাইল ও বায়রনের প্রভাব এই জাতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের বিষয় হয়েছে। এই জাতীয় প্রভাব বা অভিঘাতের আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি পদ্ধতি বিকশিত হয়েছে। এই জাতীয় আলোচনায়, সমালোচনা, অনুবাদ, অনুবাদক, ভ্রমণকারী এবং বিদেশী লেখক গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ এগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যের যোগসূত্র সংক্রান্ত অনেক তথ্যই এভাবে সঞ্চিত হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের মতো এভাবেই আমাদের বৈদেশিক সাহিত্যের জ্ঞান-ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু, এসব সঞ্চিত তথ্য নির্ভর করেও কোনো নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ পদ্ধতি তুলনামূলক সাহিত্য উদ্ভাবিত হতে পারে নি। ফ্রান্সের শেক্সপীয়রে, অথবা কতদূর ইংল্যান্ডের শেক্সপীয়রে এ দুটির আলোচনায় অপর্যাপ্ত বিশ্লেষণ কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। এ জাতীয় আলোচনা একেবারে সাহিত্যতত্ত্ব বিশ্লেষিত হতে পারে না, বিচারের বিষয় হতে পারে না; রচয়িতার সৃষ্টিপ্রণালীর প্রতিও প্রক্রিয়াগুলিরও আলোচনা হয় না। ফলে, এ জাতীয় আলোচনা অনেকসময়

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবাদের দ্বারা প্রথম শ্রেণীর রচনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কোনো শ্রেষ্ঠ রচনার প্রাক-ইতিহাস তাও তুলনামূলক আলোচনার বিষয় হতে পারে। তুলনামূলক সাহিত্যের পাঠ বা পাঠ্য তুলনার দিকেই বেশি ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে একটি মাত্র বিদ্যা লাভ করা যায়। ভূগোল এবং আভিধানিক আলোচনাতেই তুলনামূলক সাহিত্য অনেক বেশি প্রযুক্ত।

অন্য দেশের সাথেও তুলনামূলক সাহিত্যের আলোচনা হতে পারে। এই বিবেচনা সাহিত্যকে সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে বা বিশ্বজনীন সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। Goethe গ্যেটে "Weltliteratur" (world literature) শব্দবন্ধটির ইংরাজী করা হয়েছে world literature. রবীন্দ্রনাথ এর বাংলা করেছিলেন "বিশ্ব সাহিত্য"। এই আভিধানিক অর্থে মনে হতে পারে, বিশ্বের সব মহাদেশের সমস্ত সাহিত্যই বিশ্ব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গ্যেটে এরকম কোনো অর্থেই 'বিশ্ব সাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। গ্যেটে বোঝাতে চেয়েছিলেন, এমন এক সময় আসে যখন বিশ্বের সব সাহিত্য এক হয়ে যায়। এক বিরাট সংশ্লেষে সব সাহিত্যের যেন ঐক্য প্রকাশ হয়। বিশ্বের ঐক্যতানে সব জাতিই যেমন তার নিজস্ব সুর খানিকটা দূরবর্তী আদর্শ। কারণ কোনো জাতিই তার নিজস্বতা ছেড়ে দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের বিলীন হতে পারে না। বর্তমানে তার কারণ, আমরা জেনেছি জাতীয় সাহিত্যসমূহ বৈচিত্র্য ও বিপুলতায় আরও আস্থাবান হয়ে উঠছে। অবশ্য world literature বা "বিশ্বসাহিত্য" শব্দটির আরও একটি অর্থ প্রযুক্ত হতে পারে। এর অর্থ হোমার দান্তে সারভেন্টিস শেক্সপীয়ার, গ্যেটে, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ও সমসাময়িকতা উত্তীর্ণ রচয়িতাদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীকে বিশ্বসাহিত্য নামে অভিহিত করা যায়। এই বিচারে সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই, বিশ্ব সাহিত্যের অন্তর্গত। কিন্তু ভালো ও আরও ভালো সাহিত্যের পার্থক্য নির্ণয় করে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নির্ধারণ সম্ভব।

সাধারণ সাহিত্য থেকে তুলনামূলক সাহিত্যের পার্থক্য আছে কিনা সেটিও আলোচকদের ভাবিয়েছে। কবি আকাদেমি, সাহিত্যবাদ বা জাতীয় জীবন লক্ষণ করেছে অন্যদিকে তুলনামূলক সাহিত্য দুই বা ততোধিক সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যস্ত। কিন্তু এরকম

পার্থক্য নির্ধারণ বড়ই কঠিন। ইংল্যান্ডের বাইরে উপনিবেশের প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক যোগ ইতিহাসবিদ উপন্যাসের বিকাশ — এ দুটি আলোচনীয় যোগ লীলাবহুল। যেমন, তুলনামূলক সাহিত্য অনেকাংশে সাধারণ সাহিত্য আলোচনাতে হারিয়ে যায়।

তবুও তুলনামূলক সাহিত্য জরুরী। কোনো সাহিত্যকে সমগ্র করে জানবার প্রয়োজন রয়েছে। ভাষাগত দিক বাদ দিয়েও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের আলোচনা জরুরী। আত্মকেন্দ্রিক কোনো জাতীয় সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না। পাশ্চাত্য সাহিত্য একপ্রকারের ঐক্য ও সমগ্রতা অর্জন করেছে। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্যের সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্যে সংযোগের সূত্র আছে। দান্তে শতাব্দীর সূচনায় রেনেসাঁ, ইতিহাস, সিসিলিয়ান, ফ্লোরেন্স, প্রমুখ আলোচকরা এই ঐক্য সূত্রের আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের চর্চাও হয়েছে। বিবর্তনের প্রভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞানসম্মত সাহিত্যের ইতিহাস একটি আদর্শ রচিত হয়। লোকসাহিত্যের আবিষ্কার, এথনোলজিস্টরা — হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রভাবে সাহিত্যের উৎস, লোকসাহিত্যের নানারূপের বৈচিত্র্য, গীতি ড্রামা ও নানা রূপের উদ্ভব — ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছেন। কিন্তু জৈব বিবর্তনের তত্ত্ব সম্পর্কিত সাহিত্য বিবর্তনের তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে নি। ফলে সাধারণ সাহিত্যের ইতিহাস ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ধারণের প্রবণতা তুলনামূলক সাহিত্যে ক্রমশই বেশি করে অনুভূত হতে থাকে। এরিক অয়েরবাক রচিত 1946-এ প্রকাশিত "মাইমেসিস" (Mimesis) গ্রন্থটি-এর চমৎকার উদাহরণ। প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতায় বুদ্ধিনিষ্ঠ বাস্তবতার সূত্রটিকে প্রধান যাত্রাপথ বিশ্লেষণের সঙ্গে কাজ করা হয়েছে। সংশ্লেষধর্মী সাহিত্যের ইতিহাস — আর জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের ইতিহাস — লিখনের প্রয়োজন থেকে গেছে। তুলনামূলক সাহিত্যের আলোচনা পণ্ডিতদের নানা ভাষায় পারঙ্গমতার দাবী করে। তার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপি বিভাগের প্রয়োজন। স্থানীয় ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের অবদমন প্রয়োজন। কিন্তু তা অর্জন করা কঠিন। মনে রাখতে হয় — সাহিত্য সকলের মিলিয়েই সাহিত্য, শিল্প ও মানবতা একই। নানান দেশের নানান ভাষার সম্পর্ক একত্র প্রাসঙ্গিকতার সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। থিম, রচনাপদ্ধতি এবং

ইতিহাস - আন্তর্জাতিক সাহিত্য রচনার একটি প্রধান বিষয় হতে পারে। তাদের আলোচনাও সীমাবদ্ধ গণ্ডি পার হয়ে আন্তর্জাতিক বক্তব্য লাভ করতে পারে। বৈশ্বিক আন্তর্জাতিকতাবাদ - প্রতিটি আন্দোলন জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে। অবশ্য এখানে এক দেশের কবিদের ও অন্য দেশের দার্শনিকদের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকতে পারে। উনিশ শতকে ভাষাগত ব্যবধানের পর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্যশিক্ষা পৃথক হলে দুয়ের মধ্যে দূরত্ব রচিত হয়। অধিকন্তু সাধুর একটি ভাষার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা কিন্তু, শুধু সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের বিচার করতে গিয়ে সে স্বভাবতই নানান ভ্রমে পতিত হয়। কোনো একটি বিশেষ ভাষার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে, অন্যান্য ভাষা ও সেইসব ভাষার সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মধ্যযুগের ইউরোপে ল্যাটিন চর্চার গুরুত্ব এই অর্থে হানিকর হয়েছিল।

তুলনামূলক সাহিত্যে পঠন-পাঠনের অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তিটি জাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে অনাদরের ভাব পোষণ করে। বরং জাতীয়তার সমস্যা নির্বিশেষ সারস্বত প্রক্রিয়ায় একটি স্বকীয় স্থান দাবি করে। তাত্ত্বিকের সঙ্গে এই ধরনের সমস্যা তুলনামূলক রচনা সম্ভব হয় না। তার কারণ, জাতীয়তাবোধ, জাতিকে ধরে রেখে দেয়। নির্বিশেষ সাহিত্যের প্রবাহে বাংলা সাহিত্যের সমস্যার সীমারেখাটিকে অপসারিত করে দানব নিশ্চয় চেষ্টা গেলে মূল্যবোধের পরিবর্তন হতে পারে এবং তার ফলে বাঙালির সৃজন সাহিত্যিকদের ভূমিকার ও বদল হতে পারে। প্রত্যেক জাতীয় সাহিত্যে - অঞ্চল, মহানগর কি উপজাতি নেবে - সেটা প্রধান সমস্যার বিষয় হতে পারে। তথ্য নির্ভর এবং সংযুক্ত বিচার পদ্ধতি নির্ভর এই জাতীয় সমস্যার বিবেচনা প্রায়ই হয় না। বাংলাদেশ বা নিউ ইংল্যান্ড আঞ্চলিক প্রজন্ম নিয়ে যখন আলোচনা হয়, তাতে বিরুদ্ধ অপবাদ থাকে, স্থানিকতার অহংকার থাকে এবং কেন্দ্রবিমুখতার ভূত থাকে থাকে। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করতে গেলে কোন লেখক কোন বক্তব্যের প্রভাবিত হয়েছে, সেটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় না। বরং, তার রচনায় পরিবেশের আঞ্চলিক প্রভাবকে এবং শোনা সাহিত্যের ঐতিহ্যের প্রকারকে মান্য করেছেন - এই সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্নটি বড় হয়ে ওঠে।

সাহিত্যে জাতীয়তার সমস্যা আরও বিশেষ ভাবে জটিল হয়ে ওঠে যদি একই ভাষা থেকে একাধিক জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব হয়। যেমন - বাংলা ভাষা থেকে একাধিক পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য এবং বাংলাদেশী সাহিত্য - এই দুটি পৃথক ধারার সৃষ্টি হয়েছে। আইরিশ ভাষা কে দীর্ঘসময় ইংরাজী ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে, আইরিশ সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য করা যায়। এরজন্য ইয়েটস এবং জয়েস - আইরিশ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু,

গোল্ড স্মিথ কে আইরিশ সাহিত্যিক বলে ভাবা হয় না, ভারতে উনিশ শতক থেকেই ইংরেজী ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু, কোনো সময়ের ইংরেজী সাহিত্যকে আমরা, উপনিবেশ এর ইংরেজী না বলে স্বতন্ত্র-স্বাধীন সারস্বত ভাষার ইংরেজী বলব, তা স্থির করা কঠিন। সমস্যাটি কি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল? কিংবা এটি লেখকদের জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা চিহ্নিত? এটি কি জাতীয় বিষয়বস্তু নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে? এটি কি স্থানীয় বর্ণনা নির্ভর? এটি কি একটি নির্ধারিত জাতীয় সাহিত্যশৈলীর ওপর নির্ভরশীল? এসব প্রশ্নের উপস্থিত কোনো উত্তর দেওয়া যায় না।

এইসব সমস্যার সমাধান যখন করা সম্ভব হবে, তখন সত্যকারের জাতীয় সাহিত্য রচনার সময় হবে কি না? সেখানে ভৌগোলিক সীমানা আবদ্ধ থাকবে না, ভাষার সীমানা আবদ্ধ থাকবে না। এভাবেই, বিশ্লেষণ করলে জাতীয় সাহিত্যগুলি কিভাবে সাহিত্য ধারার মধ্যে প্রবেশ করেছে তা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ব সাহিত্য এবং জাতীয় সাহিত্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেক দেশেই প্রথার পরিবর্তন ঘটে। লেখকেরা একটি জাতীয় ঐতিহ্য থেকে আবার একটি জাতীয় ঐতিহ্যকে পৃথক করে। এখানে একই সাহিত্য এবং অপর সাহিত্যের অংশীদারিত্বের পরিমাণ ঠিক ঠিক জানলে সমস্ত সারস্বত ইতিহাস জানা সম্ভব।